কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 02 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ২ ...

একাদশে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৬ জুন

পছন্দ করা যাবে ৫ কলেজ নির্ধারণ করে দেবে বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ৬ জুন থেকে। চলবে ১৮ জুন পর্যন্ত। তবে যারা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেছে তারা ২১ জুন পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে। ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ জুন। বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি হওয়া যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আর বিলম্ব ফি দিয়ে ২৬ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি হতে পারবে শিক্ষার্থীরা। ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই। রাজধানীর আংশিক এমপিওভুক্ত কলেজগুলোয় বাংলা মাধ্যমে বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি বাবদ ৯ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। একজন শিক্ষার্থী পাঁচটি কলেজ পছন্দ করতে পারবে। তবে ভর্তির জন্য কলেজ নির্ধারণ করে দেবে শিক্ষা বোর্ড।

গতকাল সোমবার শিক্ষাসচিব মো. নজরুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত '২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নীতিমালা-২০১৫' জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেই নীতিমালায় এসব তথ্য দেওয়া হয়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, আগের বছরের মতো এসএসসি ও সমমানের ফলের ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। অনলাইন, এসএমএস ও হাতে হাতে ফরম বিতরণ—এবার এ তিন পদ্ধতিতেই ভর্তি কার্যক্রম চলবে। টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএস করে ১৫০ টাকা জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যেসব কলেজে ৩০০টির বেশি আসন আছে সেগুলোকে আগের পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনের আওতায়ও আসতে হবে। অনলাইনে একজন শিক্ষার্থী পাঁচটি কলেজ পছন্দ করতে পারবে। তবে ভর্তির জন্য কলেজ নির্ধারণ করে দিবে বোর্ড। আর আগের নিয়মে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০ টাকা দিয়েও পাঁচটি কলেজ থেকে এসএমএসের মাধ্যমে ও হাতে হাতে ফরম নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মহানগরী এলাকায় তিন হাজার টাকার বেশি ফি নেওয়া যাবে না। ঢাকা মহানগর এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঁচ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। তবে ঢাকা মহানগর এলাকায় আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি বাবদ বাংলা মাধ্যমে ৯ হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না।

কলেজগুলো শিক্ষার্থী ভর্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহশিক্ষার কলেজে ছাত্রীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। ডিপ্লোমা কোর্সে ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও জিপিএর ভিত্তিতে বাকি ৫০ নম্বরের আলোকে মেধাক্রম করতে হবে। বিভাগীয় শহর ছাড়া জেলা শহরে ৯০ শতাংশ আসন উন্মুক্ত রাখতে হবে। বিজ্ঞান শাখা থেকে উত্তীর্ণরা যেকোনো বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। মানবিক শাখা থেকে উত্তীর্ণরা মানবিকের পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। ভর্তির ক্ষেত্রে একই জিপিএপ্রাপ্ত একাধিক শিক্ষার্থী থাকলে বিজ্ঞানের জন্য গণিত, উচ্চতর গণিত ও জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনা হবে। আর মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ইংরেজি, গণিত ও বাংলায় অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনা করা হবে। স্কুল ও কলেজ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে।